বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা
খন্ড ২৯ বার্ষিক সংখ্যা ১৪১৮

স্বাধীনতা পরবর্তী চার দশকে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির গুণগত অর্জন

নাজনীন আহমেদ*
মোহাম্মদ ইকবাল হোসেন

১। ভূমিকা

বাংলাদেশ তার স্বাধীতার চলিণ্ডশ বছর পূর্ণ করল ২০১১ সালে। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে অনেকেই বাংলাদেশকে তলাবিহীন ঝুড়ি হিসেবে আখ্যা দিয়ে আশংকা প্রকাশ করেছিলেন যে, পাকিস্ড়ান থেকে আলাদা হওয়ার ফলে এ দেশের অবস্থা আরও খারাপ হবে, উচ্চ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব হবে না ইত্যাদি (খান ২০১১)। বিগত চার দশকে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অর্জনের প্রেক্ষাপটে অনুরূপ ভবিষ্যৎবাণী কতটা সত্য হয়েছে- তা মূল্যায়নের প্রচেষ্টা থেকেই রচিত হয়েছে বর্তমান প্রবন্ধ।

ফরাসী বিপ্লবের দুইশত বছর উদযাপনের প্রাক্কালে চীনের বিপণ্ডবী নেতা Chou en Lai কে ঐতিহাসিক দিক থেকে ফরাসী বিপ্লবের মূল্যায়ন করতে বলা হয়েছিল। তিনি বলেছিনে" এটি মূল্যায়নের জন্য দুইশত বছর খুবই কম সময়" (Schama 1989, XIII Ges Lvb, 2011)। সে বিবেচনায় বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি মূল্যায়নের জন্য চার দশক খুবই কম সময়। তারপরও এ চার দশকের অর্থনৈতিক গতি-প্রকৃতি, বিশেষত এ সময়কালে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির স্বরূপ এবং তা কতটা দরিদ্রবান্ধব- সে পর্যালোচনা ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের অগ্রযাত্রায় যথাযথ নীতি নির্ধারণে সহায়ক হবে। কারণ স্বাধীতার পঞ্চাশ বছর পূর্তির আগেই দরিদ্র দেশ থেকে মধ্য-আয়ের দেশে উত্তরণের পরিকল্পনা ও প্রচেষ্টায় আছে বাংলাদেশ। মধ্য-আয়ের দেশে পরিণত হওয়ার জন্য বাংলাদেশ রূপকল্প ২০২১ প্রণয়ন করেছে এবং সে লক্ষ্য অর্জনকে সামনে রেখেই প্রণীত হয়েছে ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১১-২০১৫)। এ পরিপ্রেক্ষিতে আমরা যদি আমাদের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বা উন্নয়নের গুণগত অবস্থার মূল্যায়ন করতে পারি, তাহলে মধ্য-আয়ের দেশে পরিণত হওয়ার পথে বিদ্যমান দুর্বলতা কাটিয়ে উঠে লক্ষ্য অর্জনে সে পর্যালোচনা সহায়ক হবে।

আমাদের মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি বিবেচনা করলে লক্ষ করব যে, রাজনৈতিক বৈষম্যের সাথে অর্থনৈতিক বৈষম্যও তদানীন্ড়ন পূর্ব পাকিস্ড়ানে গণঅসন্ড়োষের গুর"ত্বপূর্ণ কারণ ছিল। তখন পূর্ব পাকিস্ড়ানের অর্থনৈতিক কর্মকা" থেকে অর্জিত আয় পশ্চিম পাকিস্ড়ানের উন্নয়নে ব্যয় করা হতো। যদিও পূর্ব পাকিস্ড়ানে মোট জনসংখ্যার ৬০ শতাংশ লোক বাস করত; তথাপি মোট উন্নয়ন বাজেটের মাত্র ২০ থেকে ৩৬ শতাংশ এখানে ব্যয়িত হত (আসাদুলণ্ডাহ ২০০৬)। অর্থাৎ অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুফল বাংলাদেশের মানুষ পেত না। এরূপ অর্থনৈতিক বঞ্চনা থেকে মুক্তির প্রত্যাশা আমাদের মুক্তি যুদ্ধের অন্যতম লক্ষ্য ছিল। তাই স্বাধীনতা অর্জনের চার দশক পার করে খতিয়ে দেখা দরকার বাংলাদেশ যে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে তা গুণগতভাবে কতটা দারিদ্র্য বিমোচন, মাথাপিছু আয়

* লেখকদ্বয় যথাক্রমে বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস)-এর সিনিয়র রিসার্চ ফেলো এবং রিসার্চ এসোসিয়েট।

বৃদ্ধি এবং মানব উন্নয়নে ভূমিকা রেখেছে। মূলত এ সূচকগুলো মূল্যায়নের ভিত্তিতেই বর্তমান প্রবন্ধে প্রবৃদ্ধির গুণগত মানকে বিশেণ্ডষণ করা হয়েছে।

সত্যিকার অর্থে বাংলাদেশের অর্জিত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়ক হয়েছে কিনা, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সুফল সমাজের সকল স্ড়রের মানুষ বিশেষ করে পিছিয়ে পড়া ও প্রান্ড়িক জনগোষ্ঠি পেয়েছে কিনা এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি মানব উন্নয়নে কতটা ভূমিকা রেখেছে এই প্রবন্ধে সেসব বিষয়ের উপর আলোকপাত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

প্রথম অংশে ভূমিকা প্রদানের পর দ্বিতীয় অংশে চার দশকে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ধারা আলোচনা করা হয়েছে। দারিদ্র্য বিমোচন ও আয় বৈষম্য হ্রাসে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ভূমিকা এবং মানব উন্নয়নের বিভিন্ন সূচকে বাংলাদেশের অগ্রগতি আলোচনা করা হয়েছে প্রবন্ধটির তৃতীয় ও চতুর্থ অংশে। গত চার দশকে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি কতটা কর্মসংস্থান বান্ধব তা তুলে ধরা হয়েছে প্রবন্ধটির পঞ্চম অংশে। প্রবন্ধটির ষষ্ঠ অংশে ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জসমূহ উলেণ্ডখ পূর্বক উপসংহার টানা হয়েছে ।

২। চার দশকে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ধারা

উন্নয়নের একক সূচক হিসেবে মাথাপিছু জাতীয় আয়ের বহু সমালোচনা হয়েছে এবং এর সীমাবদ্ধতাও অজানা নয়। আন্ড়র্জাতিক ও আন্ড়ঃকালীন তুলনার জন্য বিভিন্ন ধরনের অর্থনৈতিক সূচকের ব্যবহার হলেও এক্ষেত্রে মাথাপিছু জাতীয় আয়ের সহজলভ্য বিকল্প এখনো নেই। যদি নির্দিষ্ট সময়কালে গড় জাতীয় আয়ের সাথে দেশের দারিদ্র্য পরিস্থিতি এবং মানব উন্নয়নের বিভিন্ন সূচক বিবেচনায় আনা যায়, তাহলে এই সূচকগুলো মিলিয়ে সে সময়কালে সার্বিক অর্থনৈতিক অবস্থা ও তার গুণগত মানের পরিবর্তন সম্পর্কে অর্থবহ সিদ্ধান্ড়ে আসা সম্ভব।

স্বাধীনতার সূচনালগ্নে ঘনবসতিপূর্ণ ও সীমিত সম্পদের জন্য ধারণা করা হয়েছিল যে, বাংলাদেশ তাৎপর্যপূর্ণ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে পারবে না এবং পশ্চিম পাকিস্ড়ান থেকে আলাদা হওয়ার কারণে পূর্ব পাকিস্ড়ানের অর্থনৈতিক অবস্থা আরো খারাপ হবে বা ক্ষতিগ্রস্ড় হবে। Maddison (২০০১) এর গবেষণা মতে, ১৯৫০ থেকে ১৯৭৩ এই দুই দশকে ভারতের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পেয়েছিল ২২ শতাংশ, যেখানে ঐ একই সময়ে পাকিস্ড়ানের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি হয়েছিল ২৫ শতাংশ (খান ২০১১-এ দৃষ্ট)। অপরদিকে বাংলাদেশ বা পূর্ব পাকিস্ড়ানে ঐ সময়কালে ৮ শতাংশ মাথাপিছু আয় হ্রাস পেয়েছিল। একই গবেষণায় দেখা যায় ১৯৭৩ থেকে ১৯৯৮ সময়কালে বাংলাদেশের প্রকৃত মাথাপিছু আয় প্রায় ৬৫ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। এ দুই সময়কালের মধ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার উলেণ্ডখযোগ্যভাবে কমে যাওয়া এবং দেশজ উৎপাদনের প্রবৃদ্ধির হার বেড়ে যাওয়ায় প্রকৃত মাথাপিছু আয়ের বৃদ্ধি ঘটে বলে ১৯৫০-৭০ সময়কালে মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) এবং গড় বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার ছিল মাত্র ০.৬৬ শতাংশ (আবদুলণ্ডাহ ও সেন ১৯৯৭), সত্তরের দশকে বৃদ্ধির এ হার দাঁড়ায় ৩.৭ শতাংশ, আশির দশকের শেষভাগ থেকে নব্বইয়ের দশকের গোড়া পর্যন্ড় বৃদ্ধির হার ছিল ৩.৮ শতাংশ এবং নব্বইয়ের দশক শেষে (জিডিপি)-এর বৃদ্ধির হার দাঁড়ায় ৪.৮ শতাংশে।

লক্ষণীয় যে, ১৯৭৩ সাল থেকে শুর“ করে আশির দশকের শেষ ভাগ পর্যন্ড় বাংলাদেশে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটলেও তার ধারা বেশ শণ্ডথ ছিল এবং নব্বইয়ের দশকের পর থেকে এই বৃদ্ধির

হারে গতি সঞ্চার হয়ে একবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে গড়ে বার্ষিক প্রায় ৬ শতাংশ হারে প্রবৃদ্ধি হয়। উলেণ্টখ্য যে, প্রবৃদ্ধির এই উর্ধ্বগতি মূলত শিল্পখাতের প্রবৃদ্ধির কারণে ঘটেছে।

সারণি ১

মোট জিডিপি এবং প্রধান অর্থনৈতিক খাতগুলোর প্রবৃদ্ধির ধারা (%)

বছর	মোট জিডিপি (বিশ্বব্যাংক)	মোট জিডিপি (বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো)	কৃষি	শিল্প	সেবা
১৯৭২-৭৩ থেকে ১৯৭৯-৮০	৪.২	৩.৬৮	১.৮৬	৫.২৬	৫.১৭
১৯৮০-৮১ থেকে ১৯৮৯-৯০	৪.৩	৩.৯০	১.৮৪	৩.১৬	৫.৪৩
১৯৯০-৯১ থেকে ১৯৯৯-০০	৪.৮	৪.৯০	৩.০৩	৭.৩৭	৪.৫৬
২০০০-০১ থেকে ২০০৯-১০	৫.৯	৫.৯০	৩.৪০	৭.৭০	৬.১০

উৎস: ১) Twenty Years of National Accounting of Bangladesh, 1993, Bangladesh Statistical Year Book 2009 এবং (বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০১১) বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর বিভিন্ন প্রকাশিত তথ্য সূত্রে ১৯৭২-৭৩ থেকে ১৯৮৯-১৯৯০ সময় পর্যন্ড় ভিত্তি বছর ১৯৮৪-৮৫, অন্যান্য তথ্যের ক্ষেত্রে ১৯৯৫-৯৬ সালকে ভিত্তি বছর ধরা হয়েছে।

২) World Development Indicator 2010।

গত দশকের শেষভাগে এসে বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার প্রভাব এবং দুই দুই বার ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ (২০০৯ সালে আইলা এবং ২০০৭ সালে সিডর) সত্ত্বেও বাংলাদেশ ৬ শতাংশ প্রবৃদ্ধির হার বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে। তবে লক্ষণীয় যে, বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বা অন্যান্য পরিকল্পনায় জিডিপি প্রবৃদ্ধির যে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হয়েছে, সে অনুযায়ী বাংলাদেশ কখনই প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে পারেনি (সারণি ২)।

সারণি ২

বাংলাদেশের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা এবং অর্জন

পরিকল্পনার সময় মেয়াদ	বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার (%)	
	পরিকল্পনা মেয়াদে বাৎসরিক গড় লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত প্রবৃদ্ধি
প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (অর্থবছর ৭৩- অর্থবছর ৭৮)	৫.৫	৪
দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনা (অর্থবছর ১৯৭৮- অর্থবছর ১৯৮০)	৫.৬	৩.৫
তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (অর্থবছর১৯৮০- অর্থবছর ১৯৮৫)	৫.৪	৩.৮
তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (অর্থবছর ১৯৮৫- অর্থবছর ১৯৯০)	৫.৪	৩.৮
চর্তুথ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (অর্থবছর ১৯৯০- অর্থবছর ১৯৯৫)	৫.০	৪.২
পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (অর্থবছর ১৯৯৭- অর্থবছর ২০০২)	৭.০	৫.১
দারিদ্র্য বিমোচন কৌশল পত্র (অর্থবছর ২০০২- অর্থবছর ২০০৬)	৭.২	৫.৫
দারিদ্র্য বিমোচন কৌশল পত্র (অর্থবছর ২০০৬- অর্থবছর ২০১০)	৭.২	৬.৩

উৎস: বিভিন্ন পরিকল্পনা দলিল এবং বিবিএস-এর প্রকাশিত পরিসংখ্যান।

বাংলাদেশের জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে মাথাপিছু আয় যথেষ্ট বৃদ্ধি পেলেও প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে তুলনামূলক পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, মাথাপিছু আয়ের ক্ষেত্রে তাদের সাথে বাংলাদেশের পার্থক্য বৃদ্ধি পাচ্ছে। আজিজুর রহমান খান ১৯৭০-১৯৯২ সময়কালের তথ্য ব্যবহার করে দেখান যে, মাথাপিছু জাতীয় আয়ের ক্ষেত্রে ভারত ও শ্রীলংকার সাথে বাংলাদেশের পার্থক্য বাড়ছে (Islam 2011-এ দৃষ্ট)। ১৯৯০ থেকে ২০০৮ সময়কালের মাথাপিছু আয়ের তথ্য লক্ষ করলে এই পার্থক্যের মাত্রা বেশি সুস্পষ্ট হয়। ২০০৮ সালে ভারতের মাথাপিছু আয় বাংলাদেশের মাথাপিছু আয়ের

দ্বিগুণ হয়, যা ২০০৫ সালে মাত্র ৫৩ শতাংশ বেশি ছিল। বাংলাদেশ ও পাকিস্ড়ানের মাথাপিছু আয়ের ব্যবধান ১৯৯২ ও ২০০৫ সময়কালে কমে আসে, তবে ২০০৮ সালে এ ব্যবধান ১৯৯২ এর তুলনায়ও বৃদ্ধি পায়। শ্রীলংকার সাথেও বাংলাদেশে মাথাপিছু আয়ের ব্যবধান সময়ভেদে বৃদ্ধি পেয়েছে। এভাবেই মাথাপিছু আয় বাড়িয়ে একটি দক্ষিণ এশিয়ার দেশ দরিদ্র দেশের (underdeveloped country) তালিকা থেকে মুছে উন্নয়নশীল দেশের (developing country) তালিকায় নাম অন্ড়র্ভুক্ত করেছে। কিন্তু বাংলাদেশ এখনও সে পর্যায়ে উন্নীত হতে পারেনি।

সারণি ৩

দক্ষিণ এশিয়ার কয়েকটি দেশের মাথাপিছু আয়ের তুলনামূলক অবস্থান

দেশ	মাথাপিছু আয় (ডলার) ১৯৯২	বাংলাদেশের সাথে পার্থক্যের হার (%) ১৯৯২	মাথাপিছু আয় (ডলার) ২০০৫	বাংলাদেশের সাথে পার্থক্যের হার (%) ২০০৫	মাথাপিছু আয় (ডলার) ২০০৮	বাংলাদেশের সাথে পার্থক্যের হার (%) ২০০৮
বাংলাদেশ	২২০	-	৪৭০	-	৫২০	-
ভারত	৩১০	৪০.৯০	৭২০	৫৩.১৯	১,০৭০	১০৭.৬৯
পাকিস্ড়ান	৪১০	৮৬.৩৬	৬৯০	৪৬.৮১	৯৮০	৮৮.৪৬
শ্রীলংকা	৫৪০	১৪৫.৪৫	১,১৬০	১৪৬.৮১	১,৭৯০	২৪৪.২৩

উৎস: Asian Development Bank: Key Indicators of Asia 2010, এবং World Bank: World Development Report 2010।

দক্ষিণ এশিয়ার অগ্রবর্তী কয়েকটি দেশের তুলনায় বাংলাদেশ পিছিয়ে থাকলেও সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার নিরিখে বাংলাদেশর অগ্রগতি মোটামুটি লক্ষণীয়। যেমন: বাজেট ঘাটতি, বৈদেশিক দেনা ও জিডিপি অনুপাত, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পরিমাণ প্রভৃতি সূচকে বাংলাদেশ ভারসাম্য বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে।

সারণি ৪

সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত কয়েকটি সূচক

সূচকসমূহ	অর্থবছর ১৯৮০	অর্থবছর ১৯৯০	অর্থবছর ২০০০	অর্থবছর ২০১০
সরকারি ব্যয় (জিডিপির শতকরা হার)	১১.৯	১৩.৪	১৪.৫	১৪.৬
সরকারি রাজস্ব (জিডিপির শতকরা হার)	৬.০৪	৬.৬৯	৮.৪৭	১০.৯১
বৈদেশিক দেনা (জিডিপির শতকরা হার)	২৬.৬	৩৬.৯	৩৪.৯	২৪.৪৫
বাণিজ্যিক ভারসাম্য (জিডিপির শতকরা হার)	-৯.১	-৭.৩	-৫.৬	-৫.১
ভোক্তা মূল্য সূচক (CPI)	২৮.১৩	৭১.৬	১২৪.৩	২২১.৫
বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ (মিলিয়ন ডলার)	১২১	৫২০	১৬০২	১০৭৫০
রেমিট্যান্স (মিলিয়ন ডলার)	২৩৭	৭৬১	১৯৪৯	১০৯৮৭

উৎস: অর্থবিভাগ এবং বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

বৈদেশিক সাহায্যের উপর নিরর্ভরশীলতা থাকা সত্ত্বেও দেনার বোঝা বা নির্ভরশীলতার হার ক্রমাগতভাবে হ্রাস পেয়েছে। অবশ্য এর পিছনে দীর্ঘদিন ধরে বর্ধিত অনুদান বা স্বল্প সুদে ঋণ প্রাপ্তির সুযোগ ছিল বড় কারণ।

সারণি ৫

মোট আমদানি ও বৈদেশিক অনুদানের অনুপাত ১৯৭২-৭৩ থেকে ২০০৯

বছর	আমদানি (মিলিয়ন ডলারে)	বৈদেশিক সাহায্য (মিলিয়ন ডলারে	আমদানি শতকরা হিসাবে বৈদেশিক সাহায্য
১৯৭২-৭৩	৭৮০	৫৫১	৭১
১৯৭৩-৭৪	৯২৫	৪৬১	৫০
১৯৭৪-৭৫	১৪০৩	৯০১	৬৫
১৯৭৫-৭৬	১২৭৫	৮০০	৬৩
১৯৭৬-৭৭	৮৭৪	৫৩৪	৬১
১৯৮৪	২০৪২	১২০২	৫৯
১৯৯০	৩৬১৮	১৮০৯	৫০
২০০৩	৯৪৭৬	১৩৯৩	১৫
২০০৯	২১৮৩৩	১২২৭	৬

উৎস: খান (২০১১)।

অন্যান্য উন্নয়শীল দেশের তুলনায় বাংলাদেশে বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীলতা কম। নিম্ন আয়ের দেশগুলোতে মাথাপিছু গড় বৈদেশিক সাহায্য হার ৪৭ মার্কিন ডলার, সাব-সাহারা আফ্রিকার দেশগুলোতে এ হার ৫৩ মার্কিন ডলার; সে তুলনায় বাংলাদেশে তা মাত্র ৮ মার্কিন ডলার (WDI ২০১০)।

৩। দারিদ্র্য বিমোচন ও আয় বৈষম্য হ্রাস

বাংলাদেশের মতো স্বল্পোন্নত ও দারিদ্র্যপীড়িত দেশে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং সরকারি ব্যয়ের প্রধান লক্ষ হওয়ার উচিত দারিদ্র্য হ্রাস, সাধারণ জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন এবং অর্জিত উন্নয়ন দেশের সকল অঞ্চল ও শ্রেণির মানুষের সাথে সমতার ভিত্তিতে ভাগ করে নেওয়া। এই প্রেক্ষিতে গত ৪ দশকে সরকারি ব্যয় বা জিডিপির প্রবৃদ্ধি অর্জনের মাধ্যমে দেশের দরিদ্রতা ও আয় বৈষম্য কতুটুকু হ্রাস পেয়েছে এবং তা সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা কতটা পূরণ করতে পেরেছে—এ সবের মূল্যায়ন প্রয়োজন।

আগেই উলেণ্টখ করা হয়েছে যে, ১৯৭৫-৭৭ থেকে ১৯৯০-৯২ কালপর্বে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পেয়েছে শতকরা ৭৩ ভাগ (আব্দুলণ্টাহ ও সেন) এবং ১৯৯৩-৯৪ থেকে ২০০৯-১০ কালপর্বে তা শতকরা ৯০ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্ধিত আয়ের বণ্টন যদি সুষম হয় তবে দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারি জনগণের সংখ্যা অনেকাংশে হ্রাস পাওয়ার কথা।

৩.১। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং দারিদ্র্য বিমোচন

পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক পরিচালিত খানাওয়ারী আয়-ব্যয় জরিপ অনুযায়ী শতকরা হিসেবে দারিদ্র্যসীমার নিচে অবস্থানকারী মানুষের সংখ্যা মধ্যসত্তর দশক সময়ের তুলনায় গত দশকে (২০০০-২০১০) কমে এসেছে। তারপরও দেশের প্রায় ৫ কোটি মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে। ১৯৭৩-৭৪ সালের খানা জরিপ অনুসারে শতাংশের বেশি গ্রামীণ জনগোষ্ঠি দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করছে। ২০০০ সালে সে সংখ্যা নেমে দাঁড়ায় ৫২.৩ শতাংশে এবং ২০১০ সালে তা আরও হ্রাস পেয়ে ৩৫.২ শতাংশ হয়েছে। এখানে উলেণ্টখ্য যে, ১৯৯৬ থেকে ২০০০ সময়কালে শহর অঞ্চলে দরিদ্রতার হার

হ্রাসের পরিবর্তে বৃদ্ধি পেয়েছিল; ফলে ঐ সময়টায় শহরাঞ্চলে দারিদ্র্য হ্রাসের হার ঋণাত্মক হয়। তবে গ্রামীণ দারিদ্র্য হ্রাস পাওয়ায় জাতীয় পর্যায়ে দারিদ্র্য হ্রাসের ইতিবাচক হার অব্যাহত থাকে।

সারণি ৬

মাথা গননা পদ্ধতিতে বাংলাদেশের দারিদ্র জনগোষ্ঠির হার ১৯৭৪-২০০০ (%)

অর্থবছর	গ্রাম		শহর		জাতীয়	
	দারিদ্র্যের হার	গড় বাৎসরিক পরিবর্তন (%)	দারিদ্র্যের হার	গড় বাৎসরিক পরিবর্তন (%)	দারিদ্র্যের হার	গড় বাৎসরিক পরিবর্তন (%)
১৯৭৪	৮২.৯	-	৮১.৪	-	-	-
১৯৮২	৭৩.৮	১.১৪	৬৬.০	১.৯৩	-	-
১৯৯২	৬১.২	১.০৫	৪৪.৯	১.৭৬	৫৮.৮	-
১৯৯৬	৫৫.২	১.৫০	২৯.৪	৩.৮৮	৫১.০	১.৯৫
২০০০	৫২.৩	০.৭৩	৩৫.২	-১.৪৫	৪৮.৯	০.৫৩
২০০৫	৪৩.৮	১.৭০	২৮.৪	১.৩৬	৪০.০	১.৭৮
২০১০	৩৫.২	১.৭২	২১.৩	১.৪২	৩১.৫	১.৭০

উৎস: BBS: HIES এর বিভিন্ন ইস্যু এবং HIES ২০১০এর প্রাথমিক রিপোর্ট।

স্বাধীনতার পূর্বে বাংলাদেশের সামাজিক কল্যাণ তথা social welfare খাতে বাজেট বরাদ্দ সীমিত ছিল। ১৯৬৫-৭০ সময়কালে এ খাতের বিভিন্ন প্রকল্পে বরাদ্দ ছিল ৬ কোটি টাকা যার মধ্যে প্রকৃত পক্ষে ব্যবহৃত হয় ১.৫ কোটি টাকা (প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা দলিল)। স্বাধীনতার পর থেকেই সরকার প্রণীত নানা পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য ছিল দারিদ্র্য বিমোচন আর ধারাবাহিকতায় প্রতি বছর বাজেটে সরকারি আয়-ব্যয়ের কেন্দ্রীয় লক্ষ্য থাকে দারিদ্র্য বিমোচন। সরকার দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্ড়বায়ন করে আসছে এবং জাতীয় বাজেটের একটি উলেণ্ঢখযোগ্য অংশ এই কর্মসূচিগুলো পরিচালনার জন্য ব্যয় করা হচ্ছে। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৭৩-১৯৭৮) সময়কালে সামাজিক কল্যাণ খাতে ১৩.২ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয় যার প্রায় ৯৩ শতাংশই ঐ সময়কালে ব্যয়িত হয়। সামাজিক নিরাপত্তা খাতে পরবর্তী সময়ের ব্যয় সারণি ৭ থেকে দেখা যায়।

সারণি ৭

সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচিতে বাজেট বরাদ্দ

অর্থবছর	বাজেটের শতকরা হার	জিডিপি'র শতকরা হার
১৯৮৫-৮৬	৫.০৯	-
১৯৯০-৯১	৬.৬৯	-
১৯৯৪-৯৫	৬.৬০	-
২০০৪-০৫	৮.৪১	১.৪৬
২০০৫-০৬	৯.৩৩	১.৬২
২০০৬-০৭	১২.১৩	২.০৩
২০০৭-০৮	১৩.৩২	২.১৪
২০০৮-০৯	১৬.৯৪	২.৭৬
২০০৯-১০	১৫.১২	২.৪২
২০১০-১১	১৪.৭৫	২.৫০

উৎস: অর্থবিভাগ, ২০১১।

বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচনের সহস্রাব্দের লক্ষ্যমাত্রা হচ্ছে ২০১৫ সালের মধ্যে দরিদ্রতার হার ২৯.৫ শতাংশে নামিয়ে আনা। ২০১০ সালের হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশে দরিদ্রতার হার ৩১.৫ শতাংশ অর্থাৎ ২০১৫ সালের মধ্যে বাংলাদেশের আরও ৪ শতাংশ পয়েন্ট দরিদ্রতা দূর করতে হবে। যদি বাংলাদেশ তার অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার বার্ষিক ৬ শতাংশ বা তার উপরে ক্রমাগতভাবে ধরে রাখতে পারে তবে দারিদ্র্য বিমোচনে সহস্রাব্দের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করতে সক্ষম হবে বলে আশা করা যায়।

৩.২। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও আয় বৈষম্য হ্রাস

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সাথে সাথে মাথাপিছু আয় বৈষম্য হ্রাস পাচ্ছে কিনা তা নির্ধারণ করে প্রবৃদ্ধির গুণগতমান। কারণ আয় বৈষম্য বৃদ্ধি পেলে দারিদ্র্য বিমোচনে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সক্ষমতা হ্রাস পায় (ইসলাম ২০১০)। বাংলাদেশে আশির দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে আয় বৈষম্যের মাত্রা বৃদ্ধি পেতে শুর" করে। এই বৃদ্ধির হার নব্বইয়ের দশকের শুর" পর্যন্ড় ধীর গতিতে হলেও তারপর থেকে এ বৈষম্য দ্র"ত গতিতে বৃদ্ধি পায় (সারণি ৮)। দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশ বিশেষ করে ভারত ও শ্রীলংকাতেও একই অবস্থা লক্ষ করা যায়। তবে পূর্ব ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর ক্ষেত্রে বিশেষ করে কোরিয়া ১৯৬০ থেকে ১৯৭০ সময়কালে এবং ইন্দোনেশিয়া ১৯৭০ থেকে ১৯৯০ সময়কালে উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে, কিন্তু আয় বৈষম্য বৃদ্ধি পায়নি।

সারণি ৮

বাংলাদেশের আয় বণ্টনে জিনি সহগের (Gini Coeficient) মান, ১৯৭৩-৭৪ থেকে ২০১০

বছর	জাতীয়	গ্রাম	শহর
১৯৭৩-৭৪	০.৩৬	০.৩৫	০.৩৭
১৯৮৩-৮৪	০.৩৬	০.৩৫	০.৩৭
১৯৮৫-৮৬	০.৩৭	০.৩৬	০.৩৭
১৯৮৮-৮৯	০.৩৮	০.৩৬	০.৩৮
১৯৯১-৯২	০.৩৯	০.৩৬	০.৪০
১৯৯৫-৯৬	০.৪৩	০.৩৮	০.৪৪
২০০০	০.৪৫	০.৩৯	০.৫০
২০০৫	০.৪৬	০.৪৩	০.৫০
২০১০	০.৪৬	০.৪৩	০.৪৫

উৎস: BBS: HIES various issues and HIES 2010 preliminary report।

নোট: উলেণ্টখ্য যে, জিনি সহগের মান যত বেশি, তা তত বেশি আয়-বৈষম্য নির্দেশ করে।

যদিও পরিসংখ্যানে ব্যুরোর হিসাব থেকে দেখা যায় ২০০৫-২০১০ সময়কালে আয় বৈষম্যের মাত্রা স্থির রয়েছে। তবুও সারণি ৯ থেকে বাংলাদেশের আয় বৈষম্যের কিছু বিশেষ দিক লক্ষণীয়, যেমন আশির দশক থেকে নব্বই দশকের শেষ পর্যন্ড় মোট আয়ে উপরের ১০ শতাংশ খানার অংশ ক্রমাগত বাড়তে থাকে। গত দশকে তা কিছুটা হ্রাস পেলেও মোট আয়ের প্রায় ৩৬ ভাগ এখনও এই ধনী অংশের হাতে। অন্যদিকে আশির দশক থেকে মোট আয় নি¤œ ২০ শতাংশ খানার অংশীদারীত্ব ক্রমাগত কমে ২০১০ সালে ৫.২ ভাগে এসে দাঁড়িয়েছে। এমনকি নি¤œ ৪০ শতাংশ খানার অংশীদারীত্বই ক্রমাগত কমেছে।

সারণি ৯

মোট আয়ে বিভিন্ন খানার অংশ (%)

আয়ের ভিত্তিতে বিভিন্ন রূপ খানা	১৯৮৩-৮৪	১৯৯১-৯২	২০০০	২০০৫	২০১০
নিম্ন ২০%	৭.২০	৬.৫২	৬.১৭	৫.২৬	৫.২২
নিম্ন ৪০%	১৮.৯৫	১৭.৪১	১৫.৯৬	১৪.৩৫	১৪.৩২
নবম ডিসাইল	১৫.০৮	১৫.৬৪	১৪.০০	১৫.০৭	১৫.৯৪
সর্বোচ্চ ১০%	২৮.৩০	২৯.২৩	৩৮.০১	৩৭.৬৪	৩৫.৮৪

উৎস: BBS: HIES এর বিভিন্ন ইস্যু এবং (HIES ২০১০এর প্রাথমিক রিপোর্ট)।

এছাড়া উচ্চ আয়ের খানাগুলোর মধ্যে যারা বেশি ধনী, তারা তাদের আয় আরও বৃদ্ধিতে বেশি সফল হয়েছে, ফলে ধনীদের মধ্যেও আয় বৈষম্য বৃদ্ধি পেয়েছে।

খান (২০০১) এবং সেন (২০০৬) তাঁদের গবেষণায় ১৯৯১-৯২, ১৯৯৫-৯৬ এবং ২০০০ সালের খানা জরিপ তথ্য বিশেণ্ডষণ করে দেখান যে, অকৃষি খাতে মজুরি এবং অকৃষি উদ্যোগ বৃদ্ধির কারণেই গ্রামাঞ্চলে কৃষি ও অকৃষি কর্মনির্ভর খানার মধ্যকার আয় বৈষম্য বৃদ্ধি পেয়েছে। ওসমানি এবং অন্যান্য (২০০৩) তাদের গবেষণায় ১৯৯১-৯২ এবং ১৯৯৯-২০০০ সালের খানা জরিপ তথ্য ব্যবহার করে একই ফলাফল পান। অকৃষি খাতে অধিক আয় করার সুযোগ থাকায় এ খাতে নিয়োজিত খানার শতকরা হার বাড়ছে (সারণি ১০)।

সারণি ১০

আয়ের উৎস অনুযায়ী খানার বণ্টন

আয়ের উৎস	১৯৯৯	২০০৪
মজুরি ও বেতন	১১.৪	২৩.০
স্বনিয়োজিত কৃষি	২৯.২	১৯.১
স্বনিয়োজিত অকৃষি	২৪.২	৩১.৩
কৃষি দিন মজুর	১৯.৬	৭.২
অকৃষি দিন মজুর	১১.৯	১১.৩
পেনশন	০.৬	০.৯
ভাড়া	০.৬	৩.৯
অনুদান	২.২	৩.২

উৎস: BBS: Report of the Poverty Monitoring Survey 2004।

গ্রামাঞ্চলে পূর্বে কৃষিখাতে স্বনেয়োজিত এবং কৃষি দিনমজুরের প্রাধান্য ছিল, বর্তমানে অকৃষি উদ্যোগ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং লোকজন অকৃষি কর্মে বেশি অংশ নিচ্ছে। সাধারণভাবে অকৃষি খাতে মজুরি ও বেতনভুক্ত কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, সরকারি ও বেসরকারি নীতিমালা এবং এনজিওদের উৎসাহ ও সহয়তা অকৃষি উদ্যোগ বৃদ্ধির পেছনে ভূমিকা রেখেছে। এক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমও একটি গুর"ত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও আয় বৈষম্য সম্পর্কিত Kuznet Hypothesis (1955) অনুযায়ী কোনো দেশ যখন অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে থাকে, তখন প্রাথমিকভাবে তার আয় বৈষম্য বৃদ্ধি পায়, তারপর প্রবৃদ্ধির একটি নির্দিষ্ট পর্যায় অতিক্রান্ড় হলে সাথে সাথে আয় বৈষম্য হ্রাস পেতে শুর" করে। কিন্তু

প্রায়োগিক গবেষণায় প্রায়শই এই মতামত সত্য বলে প্রমাণিত হয় না (Islam 2011)। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি যদি তাৎপর্যপূর্ণভাবে দারিদ্র্য বিমোচনে ভূমিকা রাখে, তবে প্রবৃদ্ধির শুর" থেকেই আয় বৈষম্য হ্রাস পেতে পারে (Khasru and Jalil 2004)।

উপরে উলেণ্ঢখিত কোরিয়া ও ইন্দোনেশিয়া ছাড়াও যেমন মালয়েশিয়া এরূপ সমতানির্ভর প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। মালয়েশিয়ার উন্নয়ন পথে শিল্প ক্ষেত্রে উচ্চ প্রবৃদ্ধি ও দ্র"ত কর্মসংস্থান বৃদ্ধি এবং কৃষি থেকে শিল্পে শ্রমশক্তির স্থানান্ড়রের ফলে কৃষির নিম্ন-উৎপাদনশীল শ্রমশক্তি দ্র"ত উচ্চ-উৎপাদনশীল শ্রমশক্তিতে রূপান্ড়রিত হয়ে উচ্চ হারে মজুরি পেয়ে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর একটি বড় অংশ দারিদ্র্যতা থেকে বেরিয়ে এসেছিল (Islam 2011)।

কাজেই বর্তমানে আয় বৈষম্য বৃদ্ধিকে সহ্য করে উন্নয়নের কোনো এক পর্যায়ে এ বৈষম্য অনায়াসে কমে আসবে— এমন আশায় না থেকে বরং কৃষি, শিল্প, সেবা প্রভৃতি খাতের জন্য প্রণোদনা পরিকল্পনা এমন হতে হবে যেন তা দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে।

৪। মানব উন্নয়নের বিভিন্ন সূচকে বাংলাদেশের অগ্রগতি

শুধু দারিদ্র্যসীমার নিচে অবস্থাকারী জনসংখ্যার অনুপাত হ্রাস করার ক্ষেত্রে নয় মানব উন্নয়নের বিভিন্ন সূচকেও গত চলিণ্ঢশ বছরে বাংলাদেশ বেশ কিছুটা এগিয়ে যেতে পেরেছে। এ সময়কালে শিশু মৃত্যুর হার কমেছে, বয়স্ক সাক্ষরতার হার বেড়েছে, বেড়েছে স্ত্রী শিক্ষার হার, বিশেষ করে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা পর্যায়ে স্কুলগামী ছাত্রীদের হার। গড় আয়ুস্কাল বৃদ্ধি পেয়েছে, জন্ম নিরোধ গ্রহণ হারও উলেণ্ঢখযোগ্য পরিমাণে বেড়েছে, ফলে কমেছে প্রজনন হার। দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশের তুলনায় বাংলাদেশের এ অগ্রগতি সারণি **১১** থেকে লক্ষণীয়।

সারণি **১১**

বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহের কয়েটি আর্থসামাজিক সূচকের গতিধারা-১

দেশ	প্রত্যাশিত আয়ুস্কাল (বছর		সার্বিক প্রজনন হার (%)		জন্মনিরোধ গ্রহণের হার (%)		পাঁচ বছরের নিচে শিশু মৃত্যু হার (প্রতি হাজারে)		মাতৃ মৃত্যুর হার (প্রতি ১ লাখে)	
	১৯৭৫	২০১১	১৯৮৮	২০১০	১৯৮৫	২০০৯	১৯৮০	২০০৯	১৯৮০-৮৭	২০০৮
বাংলাদেশ	৪৬	৬৮.৯	৫.৫	২.২	২৫	৫৩	২০৪	৫২	৬০০	৩৪০
ভারত	৫২	৬৫.৪	৪.৩	২.৫	৩৫	৫৪	১৪৯	৬৬	৩৪০	২৩০
নেপাল	৪৫	৬৮.৮	৫.৯	২.৬	১৫	৪৮	১৯২	৪৮	৮৩০	৩৮০
পাকিস্ড়ান	৫০	৬৫.৪	৬.৪	৩.২	১১	৩০	১৫৪	৮৭	৫০০	২৬০
শ্রীলংকা	৬৬	৭৪.৯	২.৬	২.২	৬২	৬৮	৪৬	১৫	৬০	৩৯
নিম্ন আয়ের দেশ	৪৫	৫৯.১	৬	৪.১	১০	২৮.৭	২০৫	১২০	৫২০	৫৩৭
মধ্য মানব উন্নয়ন সূচক দেশ	৬১	৬৯.৭	৩.২	২.১	৬৩	৬৭.৭	১০৭	৪৪	১৩০	১৩৫

উৎস: Human Development Report, বিভিন্ন ইস্যু, UNDP।

সামাজিক বিভিন্ন সূচকে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সাফল্য জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে অগ্রগতি। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ নিম্ন আয়ের দেশসমূহের তুলনায় এগিয়ে, এমনকি অনেক মধ্য আয়ের দেশের চেয়েও ভালো অবস্থানে রয়েছে। ষাটের দশকের গোড়ার দিকে যেখানে প্রজনন হার ছিল ৭ এর উপরে, আশির দশকে শেষে তা দাঁড়ায় ৪.৮; নব্বই দশকে ৩.৭ এবং চার দশক পর ২০১০ সালে তা দাঁড়ায় ২.২।

প্রজনন হার কমার পেছনে বড় প্রভাব রেখেছে আধুনিক জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণের ব্যাপক বিস্ড় ার। আধুনিক জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণের হার ১৯৮৫ সালেও ছিল মাত্র ২৫ শতাংশ যা ২০০৯ সালে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫৩ শতাংশ। জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণের মাধ্যমে প্রজনন হার কমানোর পিছনে মাঠ পর্যায়ে নিয়োজিত সরকারি কর্মীদের উদ্যোগ, বেসরকারি এনজিওদের তৎপরতা এবং সর্বোপরি জনগণের সচেতনতা সহায়তা করেছে।

গত চার দশকে বাংলাদেশ শিশু মৃত্যুর হার হ্রাসের ক্ষেত্রে বিশেষ সাফল্য লাভ করেছে। আশির দশকে যেখানে প্রতি হাজারে প্রায় ২০৪ জন (পাঁচ বছরের কম বয়সী) শিশু মারা যেত ২০০৯ এর হিসাব অনুযায়ী তা দাঁড়ায় প্রতি হাজারে ৫২ জন। সাধারণভাবে প্রত্যাশিত গড় আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৭৫ সালে এদেশে গড় আয়ুষ্কাল ছিল মাত্র ৪৬ বছর, যা ২০১১ তে দাঁড়িয়েছে ৬৮.৯ বছর। এটা স্বল্পোন্নত দেশের গড় আয়ুষ্কালের চেয়ে অনেক বেশি এবং মধ্য আয়ের দেশের কাছাকাছি।

সারণি ১২

বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহের কয়েকটি আর্থ-সামাজিক সূচকের গতিধারা-২

দেশ	মানব উন্নয়ন সূচকের মান		বয়স্ক সাক্ষরতার হার (১৫ বছর বা তার উপরে)		বয়স্ক মহিলা সাক্ষরতা হার (১৫ বচর বা তার উপরে)		Well being index[১] (ভালো থাকার সূচক)
	১৯৮০	২০১১	১৯৭০	২০০৫-১০	১৯৭০	২০০৫-১০	২০০৬-১০
বাংলাদেশ	০.৩০৩	০.৫	২৪	৫৫.৯	১২	৫৫.৯	৪.৯
ভারত	০.৩৪৪	০.৫৪৭	৩৪	৬২.৮	২০	৬২.৮	৫.০
নেপাল	০.২৪২	০.৪৫৮	১৩	৫৯.১	৩	৫৯.১	৪.৩
পাকিস্ড়ান	০.৩৫৯	০.৫০৪	২১	৫৫.৫	১১	৫৫.৫	৫.৮
শ্রীলংকা	০.৫৩৯	০.৬৯১	৭৭	৯০.৬	৬৯	৯০.৬	৪
নিম্ন আয়ের দেশ	০.২৮৮	০.৪৩৯	২৫	৫৯.২	১৬	৫৯.২	৪.৪
মধ্যমানব উন্নয়ন সূচক দেশ	০.৪২	০.৬৩	৫৭	৮১.৯	৪৮	৮১.৯	৪.৯

উৎস: Human Development Report, various issues, UNDP।

১৯৭০ সালে ১৫ বছরের উপরে বয়স্কদের শিক্ষার হার ছিল মাত্র ২৪ শতাংশ, যা ২০০৫-১০ সময়কালে ৫৫.৯ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। সামাজিক এসব সূচকের প্রতি ক্ষেত্রেই আরও মানোন্নয়নের সুযোগ রয়েছে, তা সত্ত্বেও যতটুকু অর্জন তাকে ছোট করে দেখা ঠিক হবে না।

৫। গত ৪ দশকে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি কতটা কর্মসংস্থান বান্ধব?

[১] ইউএনডিপি (UNDP) সাতটি বিষয়ের উপর ভিত্তি করে সামগ্রিক ভালো থাকার সূচক (well being index) হিসাব করে: বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধিতে মানব সৃষ্ট কার্যক্রমের ভূমিকা, ভৌগোলিকভাবে বৈশ্বিক উষ্ণতায় ঝুঁকি, পরিবেশ দূষণে কার্যরত সংগঠন, পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণে সরকারের সন্তুষ্টির মাত্রা, জনগণের মধ্যে পরিবেশ দূষণ রোধে গৃহীত পদক্ষেপের সন্তুষ্টির মাত্রা, বায়ু ও পানির গুণগত মান নিয়ে সন্তুষ্টির মাত্রা।

উন্নয়ন অর্থনীতির বিভিন্ন তত্ত্ব এবং দ্বৈত অর্থনৈতিক কাঠামো (লুইস তত্ত্ব) অনুযায়ী অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বাভাবিক গতিধারায় শ্রমশক্তি সনাতনী অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে উৎপাদনশীল আধুনিক খাতে স্থানান্তরিত হবে। অর্থাৎ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সাথে সাথে শ্রমশক্তি কৃষিখাতের মতো তুলনামূলকভাবে কম উৎপাদনশীল খাত থেকে আধুনিক খাত যেমন শিল্প বা সেবা খাতে স্থানান্তরিত হওয়ার কথা। তাই বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি কতটা কর্মসংস্থান বান্ধব তা বোঝা যাবে অধিক উৎপাদনশীল খাতসমূহ কত অল্প সময়ের মধ্যে এবং সঠিকভাবে কর্মসংস্থান তৈরি বা স্থানান্তর করতে পেরেছে তার উপর।

আমরা যদি সামগ্রিকভাবে অর্থনীতির কর্মসংস্থান তৈরির সক্ষমতা দেখি তবে লক্ষ করব, গত দুই দশকে তা শ্রমশক্তি বৃদ্ধির সাথে তাল মিলিয়ে এগুতে পারেনি। ফলে বেকারত্বের হার বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৯৫-৯৬ সালে বেকারত্বের হার ছিল ৩.৫ শতাংশ, যা ১৯৯৯-২০০০ সালে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৪.৩ শতাংশে এবং ২০০৫-০৬ সময়ে তা ৪.৩ শতাংশে স্থির থাকে। বাংলাদেশে মুক্ত বেকারত্বের হার তুলনামূলকভাবে কম মনে হলেও underemployment বা ছদ্ম বেকারত্বের হার অনেক এবং তা এবছরের দশকের তুলনায় বর্তমানে অনেক বেশি। বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি কর্মবান্ধব নয় - এমন সরাসরি উক্তি করা যাবে না। তবে এ কথা বলা যায় যে, প্রয়োজনীয় পরিমাণ কর্মসংস্থান হয়নি। তাই দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে শ্রমশক্তির underemployment হার কমানোর উদ্যোগ দরকার।

সারণি ১৩

বাংলাদেশ কর্মসংস্থানের গতিধারা

		১৯৯৫-৯৬	১৯৯৯-০০	২০০২-০৩	২০০৫-০৬
অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সক্ষম জনগোষ্ঠী বা লেবার ফোর্স (মিলিয়ন)	মোট	৩৬.১	৪০.৭	৪৬.৩	৪৯.৫
	পুরুষ	৩০.৭	৩২.২	৩৬	৩৭.৩
	নারী	৫.৪	৮.৬	১০.৩	১২.১
শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণের হার (%)	মোট	৫২	৫৪.৯	৫৭.৩	৫৮.৫
	পুরুষ	৮৭	৮৪	৮৭.৪	৮৬.৮
	নারী	১৫.৮	২৩.৯	২৬.১	২৯.২
বেকারত্বের হার (%)	মোট	৩.৫	৪.৩	৪.৩	৪.৩
	পুরুষ	২.৮	৩.৪	৪.২	৩.৪
	নারী	৭.৮	৭.৮	৪.৯	৭
ছদ্মবেকারত্বের হার (%)	মোট	হধ	১৬.৬	৩৪.২	২৪.৫
	পুরুষ	হধ	৭.৪	২৩.১	১০.৯
	নারী	হধ	৫২.৮	৭২.৩	৬৮.৩
আয়হীন গৃহকর্মে নিয়োজিত জনগোষ্ঠী (মিলিয়ন)	মোট	৪.২	৪.৭	৮.১	১০.৩
	পুরুষ	৩.৩	২	৩.৪	৩.৫
	নারী	০.৪	২.৭	৪.৭	৬.৮

উৎস: শ্রমশক্তি জরিপ, বিভিন্ন ইস্যু।

নোট: সকল বছরের জন্যই শ্রমশক্তির প্রচলিত সংজ্ঞা অর্থাৎ ১৫ বছর বা তার উর্দ্ধের এবং যারা সংশিষ্ট সময়কালে কর্মে নিয়োজিত অথবা বেকার ছিল। এদের মধ্যে পঙ্গু, অবসরগ্রহণকারী ব্যক্তি, দান-নির্ভর ব্যক্তি, গৃহিনী, ছাত্র, ভিক্ষুক এবং অন্যান্য ব্যক্তি যারা তথ্য গ্রহণে আগের সপ্তাহে আয়মূলক কাজে ১ ঘণ্টাও নিয়োজিত ছিল না, তাদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণ হার বলতে ১৫ বছরের বেশি বয়সী মোট জনসংখ্যার যে অংশ শ্রমশক্তিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তা বোঝায়।

স্বাধীনতার পর গত চার দশকে খাতওয়ারী কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন হয়েছে। এরূপ পরিবর্তনের ইতিবাচক দিক নারী শ্রমিকের কর্মসংস্থান বৃদ্ধি। যেমন দেশের তৈরি পোশাক শিল্পে প্রায় ৩ মিলিয়ন শ্রমশক্তি নিয়োজিত রয়েছে, যার প্রায় ৮০ ভাগই নারী শ্রমিক। এছাড়া চামড়া শিল্প,আসবাপত্র তৈরি, সিরামিক সামগ্রী, জাহাজ নির্মাণ শিল্প ইত্যাদিতে কৃষি থেকে শ্রমশক্তি স্থানান্ড়র হচ্ছে। তবে প্রতি বছর যে ২০ লাখ লোক দেশের শ্রমবাজারে প্রবেশ করে, তার মধ্যে ২ লাখ ৫০ হাজার নতুন শ্রমিককে শিল্প খাত কর্মসংস্থান দিতে পারে (রিজওয়ানুল ২০১১)। অর্থাৎ বেশির ভাগ শ্রমশক্তি সনাতন খাতে বা অনেক সময়ে অনানুষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত হয়।

সারণি ১৪
কর্মসংস্থান প্রাপ্ত শ্রমশক্তির খাতওয়ারী বণ্টন

খাত	১৯৮৩-৮৪	১৯৯০-৯১	১৯৯৯-০০	২০০২-০৩	২০০৫-০৬	২০০৯
কৃষি	৫৮.৭	৫১.৭	৫০.৭	৫১.৭	৪৮.১	৪০.৫
ম্যানুফ্যাকচারিং	৮.৮	১৭	৯.৫	৯.৮	১১	১২.৬
নির্মাণ	১.৭	১.৫	২.৮	৩.৫	৩.২	৪.২
ব্যবসা, হোটেল এবং রেস্টুরেন্ট	১১.৬	১২.৩	১৫.৭	১৫.১	১৬.৫	১৮.৫
যানবাহন	৩.৯	৪.৬	৬.৪	৬.৮	৮.৪	১০.৭
অন্যান্য সেবা	৮.৭	৬.৩	১৪.১	১২.৭	১২.৬	১৪.১
অন্যান্য	৬.৩	৬.৬	০.৮	০.৪	০.৩	০.৪

উৎস: Islam (2011)।

গত চারদশকে কৃষিতে নিয়োজিত শ্রমশক্তির হার কমছে অন্যদিকে শিল্প খাতে শ্রমশক্তির হার বাড়ছে তবে আশানুরূপ হারে বাড়েনি। তথ্য মতে, শিল্প খাতে মোট শ্রমশক্তি অনুপাত ১৯৯০-৯১ সময়ের তুলনায় ১৯৯৯-০০ সময়কালে এসে হ্রাস পেয়েছে এবং এর পরবর্তীতে তা বাড়লেও কর্মসংস্থানে শিল্পখাতের অবস্থান এখনও শক্ত নয়। শিল্প খাতের তুলনায় ব্যবসা, যোগাযোগ ও অন্যান্য সেবা খাতে কর্মসংস্থান বেশি হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। তবে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ২০১৫ সালের মধ্যে অর্জন সম্ভব নয়। কারণ ২০০৮ সালের ইউএনডিপির প্রাক্কলন অনুযায়ী ২০১৫ সালের মধ্যে ৬৫% কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে যেখানে লক্ষ্য ছিল সকল মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা (Islam 2011)।

৬। ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জসমূহ

২০২১ সালের মধ্যে একটি মধ্য আয়ের দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশের জন্য গৃহীত নানা পরিকল্পনার অংশ হিসেবে ২০১৪-১৫ অর্থবছরের মধ্যে ৮ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে সরকার বদ্ধপরিকর এবং এই প্রবৃদ্ধি ২০২১ সালে ১০ শতাংশে নিয়ে যাওয়ার প্রত্যাশা রয়েছে। কিন্তু এরূপ প্রবৃদ্ধির হার অর্জনের জন্য বিনিয়োগের পরিমাণ জিডিপির ২৪ শতাংশ থেকে ২০১৪-১৫ সালের মধ্যে ৩২.৫ শতাংশ এবং ২০২১ সালে ৩৭.৫ শতাংশে উন্নীত হতে হবে।

সারণি ১৫

প্রেক্ষিত পরিকল্পনা এবং ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় গুর"ত্বপূর্ণ সামাজিক অর্থনৈতিক সূচকের লক্ষ্যমাত্রা

সূচক	২০০৮-০৯	২০১০-১১	২০১৪-১৫ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা	২০২১ সালের লক্ষ্যমাত্রা
জিডিপি প্রবৃদ্ধি (%)	৫.৯	৬.৭	৮.০	১০.০
জিডিপির শতকরা হিসেবে				
মোট বিনিয়োগ	২৪.২	২৪.৭	৩২.৫	৩৭.৫
মোট অভ্যন্ড়রীণ সঞ্চয়	২৪.০	২৮.৪	৩০.০	৩০.০
মোট সরকারি রাজস্ব	১০.৪	১২.১	১৪.৬	১৭.১
মোট সরকারি ব্যয়	১৩.৮	১৬.৫	১৯.৬	২১.৮
রপ্তানি (বিলিয়ন মার্কিন ডলার)	১৫.৬	২২.৯	৩৪.২	৯১.১
আমদানি (বিলিয়ন মার্কিন ডলার)	২০.৩	৩৩.৭	৪৫.১	১৩১.৩
রেমিট্যান্স (বিলিয়ন মার্কিন ডলার)	৯.৭	১১.৭	১৫.১	৪৮.৫
মূল্যস্ফীতি (%)	৬.৭	৮.২	৫.৫	৭.৯
দারিদ্র্যের হার (গণনা পদ্ধতিতে %)	৩৬.০	৩১.৫(২০১০)	২২.০	১৪.৪

উৎস: Ministry of Finance, 2011 and Outline Perspective Plan (OPP) of Bangladesh 2010-2021: Making Vision 2021 A Reality।

অধিক বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার জন্য ভৌত অবকাঠাম উন্নয়ন এবং বিদ্যুৎ খাতে অগ্রগতি বিশেষ প্রয়োজন, অভ্যন্ড়রীণ সঞ্চয়ের ধারাও বজায় রাখতে হবে, তবে সঞ্চয় বৃদ্ধির ক্ষেত্রে একটি বড় চ্যালেঞ্জ মূল্যস্ফীতি। সরকার যেখানে মূল্যস্ফীতি ৫.৫ শতাংশে বেঁধে রাখতে চাচ্ছে সেখানে ২০১১ সালে তা দুই-অংক অতিক্রম করেছে (বাংলাদেশ ব্যাংক)। সরকারের রাজস্ব আয় ও ব্যয়ের প্রাক্কলন লক্ষ করলে দেখা যায়, আয়-ব্যয়ের ব্যবধান বৃদ্ধি পাবে। রপ্তানি বহুমুখীকরণ, পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ এবং নতুন বাজার সন্ধান রপ্তানি প্রবৃদ্ধি অর্জনের ক্ষেত্রে সরকারের জন্য চ্যালেঞ্জ। গত এক দশকে প্রবাসীদের পাঠানো অর্থের পরিমাণ উলেণ্ঢখযোগ্য হারে বাড়লেও বর্তমানে তার গতি শণ্ঢথ হয়ে এসেছে, যা বৈদিশিক লেনদেনের ভারসাম্যের ক্ষেত্রে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দেখা দিচ্ছে। এই ক্ষেত্রে বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে অদক্ষ নয় বরং দক্ষ জনশক্তি রপ্তানির পরিমাণ বাড়ানো, জনশক্তি রপ্তানির ক্ষেত্রে নতুন বাজারের সন্ধান করা এবং সর্বোপরি পেশাদারিত্বের পরিচয় দেওয়া।

তাই বলা যায় গত চার দশকে বাংলাদেশের অর্জনগুলো উৎসাহব্যঞ্জক, কিন্তু যথেষ্ট নয়। ২০০৩ সালে বাংলাদেশ মানব উন্নয়ন সূচকের বিবেচনায় নিম্ন থেকে মধ্যস্ড়রের দেশে উন্নীত হয়েছিল। কিন্তু ২০১০ সালে বাংলাদেশ পুনরায় মানব উন্নয়ন সূচকের বিবেচনায় নিম্ন স্ড়রে অবস্থান করছে, যা কাম্য নয়। দারিদ্র বিমোচনে দেশীয় দারিদ্র্য রেখা অনুযায়ী গত চার দশকে উলেণ্ঢখযোগ্য পরিমাণে দারিদ্র্য হার হ্রাস করতে সমর্থ হয়েছে বাংলাদেশ। কিন্তু আন্ড়র্জাতিক দারিদ্র রেখা (মাথাপিছু প্রতি দিন $ 2 ডলার) অনুযায়ী বাংলাদেশে বর্তমানে প্রায় ৮১ শতাংশ লোক দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে, শুধু তাই নয় এই হিসাবে বিশ্বের শুধুমাত্র ১০টি দেশ বাংলাদেশের নিচে রয়েছে অর্থাৎ বাংলাদেশ বিশ্বের ১১তম দরিদ্র রাষ্ট্র (WDI ২০১১)। বাংলাদেশে অপুষ্টির হার বিশেষ করে মহিলা ও শিশুদের ক্ষেত্রে খুব বেশি।

তাছাড়া গত চার দশকে আয় বণ্টন বৈষম্যের যে বৃদ্ধি ঘটেছে তা দারিদ্র্য বিমোচনকে বাড়তি চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি করেছে।

আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) এর অধীনে ব্যক্তি পর্যায়ে প্রত্যক্ষ কল্যাণ পরিমাপকে ব্যবহার করে International Food Policy Research Institute (IFPRI) সাম্প্রতিককালে বিশ্ব বুভূক্ষ সূচক (Globul Hunger Index) পরিমাপ করেছে যা অপুষ্ট জনগোষ্ঠির শতকরা হার, পাঁচ বছরের নিচের শিশুদের স্বল্প ওজন, এবং পাঁচ বছরের পূর্বে শিশু মৃত্যুর হারের উপর ভিত্তি করে করা হয়। GHI ২০১১ অনুযায়ী বাংলাদেশে বুভূক্ষ জনগোষ্ঠির হার অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশগুলোর চেয়ে অনেক বেশি। মাত্র ১১টি দেশ বাংলাদেশের নিচের সূচকে অবস্থান করছে।

সারণি ১৬

বিশ্বের বুভূক্ষ সূচক এবং দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর অবস্থা, ২০১১

দেশ	অপুষ্টির শিকার জনগোষ্ঠি (%)	পাঁচ বছরের নিচের স্বল্পওজনের শিশুর হার (%)	পাঁচ বছরের নিচের শিশুমৃত্যুর হার	GHI
বাংলাদেশ	২৭.০	৪১.৩	৫.২	২৪.২
ভারত	২১.০	৪৩.৫	৬.৬	২৩.৭
নেপাল	২৬.০	২৭.৫	৮.৭	২০.৭
পাকিস্তান	১৬.০	৩৮.৮	৪.৮	১৯.৮
শ্রীলংকা	১৯.০	২১.৬	১.৫	১৪.০

উৎস: Global Hunger Index 2011।

অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি শিশু অপুষ্টিজানিত সমস্যায় ভুগছে এবং পাঁচ বছরের নিচে স্বল্প ওজন সমস্যার অধিক সংখ্যক শিশু রয়েছে। বাংলাদেশের GHI সূচকের মান সাব-সাহারা আফ্রিকায় ৮টি দেশ বাদে সকলের চেয়ে নিচে।

সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী চরম দারিদ্র্য হ্রাস, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় নীট ভর্তির হার, প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে ছেলে ও মেয়ে শিক্ষার্থীর অনুপাত, শিশু মৃত্যুর হার হ্রাস ইত্যাদি ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অগ্রগতি অর্জন করেছে এবং ২০১৫ সালের মধ্যে সংশিণ্টষ্ট ক্ষেত্রে লক্ষ্য অর্জনের সক্ষম হবে বলে প্রতীয়মান (পরিশিষ্ট ১)। তবে একই সাথে অপুষ্ট শিশুর সংখ্যা, প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিতের হার, বয়স্ক শিক্ষার হার বৃদ্ধি, মহিলাদের অকৃষি কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, মাতৃ স্বাস্থ্য উন্নয়ন সংক্রান্ড় লক্ষ্য অর্জনে বাংলাদেশকে আরও মনোযোগী হতে হবে, যা সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনে চ্যালেঞ্জ।

৭। উপসংহার

উপরের তথ্য-উপাত্ত পর্যালোচনায় বলা যায়, গত চার দশকে বাংলাদেশ ধারাবাহিকভাবে প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে এবং সামাজিক নানা সূচকে বিশেষ অগ্রগতি লাভ করেছে। কিন্তু পিছিয়ে পড়া এবং প্রান্ড়িক জনগোষ্ঠীর মধ্যে যথাযথভাবে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সুফল বণ্টন হয়নি।

বাংলাদেশ গত চার দশকে এবং বিশেষ করে নব্বইয়ের দশকের পর থেকে উচ্চ হারে প্রবৃদ্ধি অর্জনের ফলে দারিদ্র্য উলেণ্ঢখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে। কিন্তু আয় বৈষম্যের মাত্রা ক্রমবর্ধমান হওয়ায় দারিদ্র্য বিমোচনে এ অর্জন পর্যাপ্ত নয় বলে প্রতীয়মান। তবে সামষ্টিক অর্থনৈতিক নানা সূচকে বাংলাদেশ যে অগ্রগতি অর্জন করেছে তাতে বলা যায়, বড় রকমের কোনো অর্থনৈতিক বা সামাজিক বিপর্যয় না ঘটলে বাংলাদেশ ২০২১ সালের পূর্বেই মধ্য আয়ের দেশে পরিণত হতে সক্ষম হবে। এক্ষেত্রে সাফল্য অনেকাংশে নির্ভর করবে দেশীয় ও বৈদেশিক বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা, জিডিপি-রাজস্ব আহরণের অনুপাত বৃদ্ধির জন্য দেশীয় সম্পদ আহরণ বৃদ্ধি করা এবং মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে রাখার উপর।

উচ্চ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের পাশাপাশি আমাদের মনে রাখতে হবে, প্রবৃদ্ধি যেন গুণগত মানসম্পন্ন হয়। অর্থাৎ প্রবৃদ্ধির সুফল যেন সকল স্ড়রের জনগণের কাছে পৌঁছে যায়। সেজন্য উৎপাদনশীলখাতে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করার মাধ্যমে সে খাতে কম উৎপাদনশীল খাত থেকে শ্রমশক্তি দ্র“ত স্থানান্ড়র নিশ্চিত করা দরকার। এক্ষেত্রে জনশক্তির দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন সামাজিক উন্নয়নমূলক নীতিমালা গ্রহণ জর“রি। প্রবৃদ্ধি সকলের কাম্য, আর তার সুফল ভোগও সব মানুষের অধিকার। স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্ড়ীর পূর্বেই কর্মবান্ধব ও দারিদ্র-রোধক দ্র“ত ধারাবাহিক প্রবৃদ্ধির মাধ্যমে মধ্য আয়ের দেশে পরিণত হবার লক্ষ্যেই পরিচালিত হতে হবে আমাদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কর্মযজ্ঞ।

গ্রন্থপঞ্জি

আবদুলণ্ডাহ ও সেন (১৯৯৭): "বাংলাদেশের পচিশ বছর: একটি ইতিবাচক প্রেক্ষিত," *বাংলাদেশে উন্নয়ন সমীক্ষা*, চর্তুদশ খন্ড, ১৪০৩।

হোসেন, মনজুর ও হোসেন, মোহাম্মদ ইকবাল (২০১১): "মধ্য-আয়ের উওরণের প্রত্যাশায় বাংলাদেশ : সমস্যা ও সম্ভাবনা," *বাংলাদেশে উন্নয়ন সমীক্ষা*, অষ্টবিংশতিতম খন্ড, ১৪১৭।

Islam, Rizwanul (2011): "How Inclusive Has Economic Growth Been Bangladesh?" Paper was Presented on the Seminar on "Bangladesh at 40: Changes and Challenges," being Organized by the Faculty of Business Studies, Jahangirnagar University, Dhaka, Bangladesh.

Khan, Akbar Ali (2011): "Bangladesh Conundrum: A Tapestry of Light and Shadow," Paper was Presented on the Seminar on "Bangladesh at 40: Changes and Challenges" being Organized by the Faculty of Business Studies, Jahangirnagar University, Dhaka, Bangladesh.

Asadullah, Mohammad Niaz (2006): "Educational Disparity East and West Pakistan, 1947-71; Was East Pakistan Discriminated Against?" Discussion Papers in Economic and Social History, Number 63, July 2006, University of Oxford.

Khasru, Syed Munir and Jalil, Mohammad (2004): "Revisiting Kuxnets Hypothesis: An Analysis with Time Series and Panel Data," The Bangladesh Development Studies, vol. xxx, September-December, 2004, Nos, 3 & 4.

Todaro, Michel and Smith, Stephen: Economic Development (4 th edition).

IFPRI, (2011): Global Hunger Index, Washington DC.

UNDP Publications: Human Development Report various issues.

Ministry of Finance (2011): Bangladesh Economic Review.

BBS (2005): Household Income and Expenditure Survey.

BBS (2010): Preliminary Report on Household Income and Expenditure Survey.

BBS: Report on Labour Force Survey, various issues.

পরিশিষ্ট

সারণি ১

সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে অগ্রগতি

বিবরণ	ভিত্তি বছর	বর্তমান অবস্থা	লক্ষ্যমাত্রা ২০১৫
লক্ষ্যমাত্রা- ১: চরম দারিদ্র্য ও ক্ষুধা নিমূ–ল			
দ্রারিদ্র রেখার নিচে অবস্থানকারী জনসংখ্যার শতকরা অংশ (২১২২ কিলো ক্যালরী)	৫৬.৬%(১৯৯১)	৩১.৫(২০১০)	২৯.০০%
দারিদ্র্য ব্যবধানের অনুপাত	১৭.০(১৯৯০)	৬.৫(২০১০)	৮.০০%
পাঁচ বছরের নিচে কম ওজনের শিশুর হার (শতাংশ)	৬৬.০%(১৯৯০)	৪৫.০(২০০৯)	৩৩.০০%
লক্ষ্যমাত্রা- ২: সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন			
প্রাথমিক শিক্ষায় নীট ভর্তির হার (শতাংশ)	৬০.৫%(১৯৯০)	৯৫.৬%(২০১০)	১০০%
প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তির হার (শতাংশ)	৪০.০%(১৯৯০)	৬০.২%(২০১০)	১০০%
বয়স্ক শিক্ষার হার (১৫ বছরের উর্ধ্বে)	৩৬.৯(১৯৯১)	৫৯.১%(২০০৮)	১০০%
লক্ষ্যমাত্রা- ৩: জে ার সমতা ও নারীর ক্ষমতায়ন উদ্বুদ্ধকরণ			
প্রাথমিক শিক্ষায় মেয়েদের নীট ভর্তি হার (শতাংশ)	৫০.৮%(১৯৯০)	৯৯.২(২০১০)	১০০%
ছেলে ও মেয়ে শিক্ষার্থীর অনুপাত: প্রাথমিক শিক্ষা	১০০:৮৩(১৯৯০)	১০০:১০৩(২০১০)	১০০:১০০
মাধ্যমিক শিক্ষা	১০০:৫২(১৯৯০)	১০০:১১৭(২০০৯)	১০০:১০০
উচ্চ শিক্ষা	১০০:৩৭(১৯৯০)	১০০:৬১	১০০:১০০
অ-কৃষি খাতে কর্মজীবী মহিলাদের মোট অংশ (শতাংশ)	১৯.১%(১৯৯০)	২৪.৬(২০০৮)	৫০%
লক্ষ্যমাত্রা- ৪			
পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশু মৃত্যুর হার (প্রতি হাজার জীবিত জন্মে)	১৪৬(১৯৯০)	৬৭(২০০৯)	৪৮
শিশু (০-১ বছর) মৃত্যুর হার (প্রতি হাজার জীবিত জন্মে)	৯২(১৯৯০)	৪৫(২০০৯)	৩১
লক্ষ্যমাত্রা- ৫: মাতৃ স্বাস্থ্য উন্নয়ন			
মাতৃমৃত্যুর হার (প্রতি এক লক্ষ জীবিত জন্মে)	৫৭৪(১৯৯০)	৩৪৮(২০০৮)	১৪৪
দক্ষ স্বাস্থ্যকর্মীর তত্ত্বাবধানে জন্ম নেয়া শিশুর অনুপাত	৫.০(১৯৯০)	২৪.৪%(২০০৯)	৫০.০০%
লক্ষ্যমাত্রা-৬ : এইচআইভি, ম্যালেরিয়া ও অন্যান্য রোগ প্রতিরোধ			
সরাসরি পর্যবেক্ষণকৃত চিকিৎসা ব্যবস্থার আওতায় যক্ষা উদঘাটনের শতকরা হার	২১%(১৯৯০)	৭২.২%(২০০৯)	১০০%
লক্ষ্যমাত্রা-৭: টেকসই পরিবেশ নিশ্চিতকরণ			
মোট আয়তনে বনভূমির অংশ (শতাংশ)	৯.০%(১৯৯০)	১৯.২(২০০৭)	২০.০০%
উনড়বত পানির উৎসের নিশ্চয়তা আছে এমন জনসংখ্যার শতকরা হার	৭৮.০০%	৮৬.০%(২০০৯)	৮৯%
কার্বন-ডাই অক্সাইড নির্গমণ, মাথাপিছু মেট্রিক টনে	০.১৪(১৯৯০)	০.৩(২০০৭)	প্রযোজ্য নয়

উৎস: পরিকল্পনা কমিশন, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।